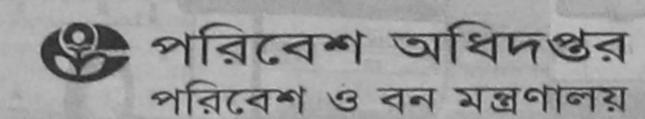
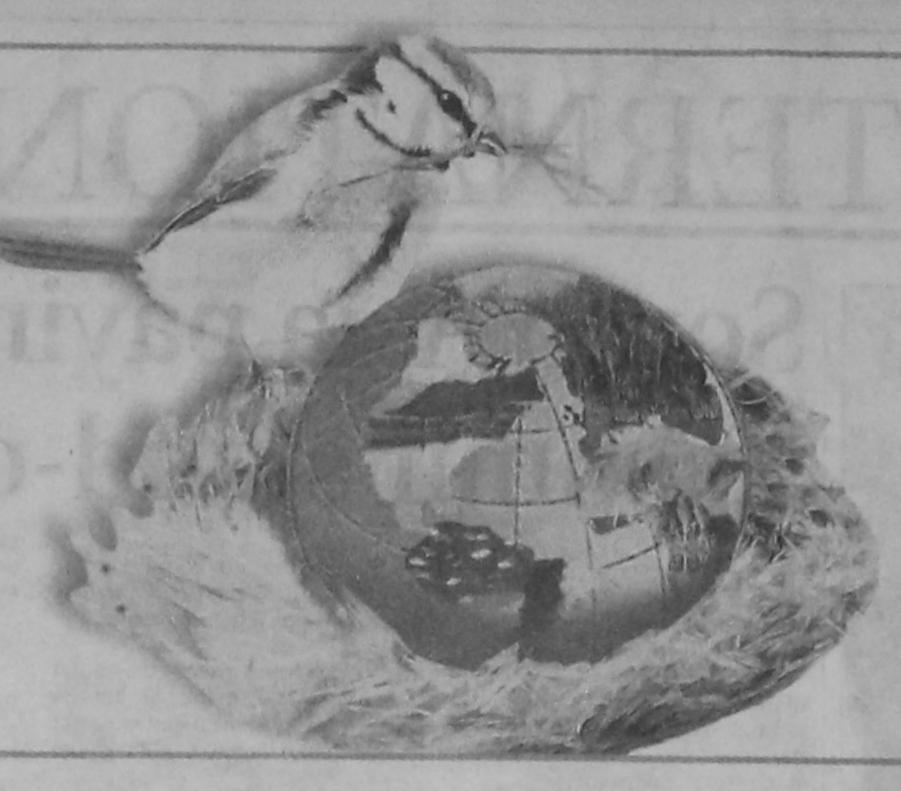
বিশ্ব পরিবেশ দিবস

ধরিত্রীকে বাঁচতে দাও





World Environment day 5 June 2002

Give Earth a Chance

Department of Environment Ministry of Environment and Forest





Introduction to DoE

Initiatives for protection,

conservation and management of

environment in Bangladesh date back to as early as 1972 when the UN

conference on human environment at

Stockholm expressed grave concern

on continued environmental

deterioration around the globe and

simultaneously, resolved to undertake

effective steps, both at government

and non-governmental levels, towards

prevention and alleviation of such

phenomena. As a follow up, the first

step towards a very rudimentary

environmental protection in the

country was taken in 1973 through

the promulgation of the Water

Pollution Control Ordinance. This

was followed by undertaking the

Environmental Pollution Control

Project which somewhat expanded

the scope of activities of the project

compared to the earlier one. In 1985,

the project facilitated the setting up

of the Department of Environment

Pollution Control, Finally, in 1989,

the existing Department was

restructured and renomenclatured as

the Department of Environment

(DOE) headed by a Director General

and was formalized under the

Environmental Conservation Act

(ECA), 1995. ECA of 1995 was

formulated on the basis of the policy

framework provided by the

Environment Policy of 1992 and the

National Environmental Management

Action Plan (NEMAP) that was

designed to put a concrete action plan

to implement that policy. The Act of

1995, the Environment Policy of 1992

and the NEMAP of 1995 thus provide

a broad, inter-sectoral and pragmatic

action programme for

implementation. The legal aspects

adequately covered by the enactment

of laws and other regulations are the

Environmental Conservation Act

(ECA), 1995, Environment

Conservation Rules (ECR) 1997, EIA

Guidelines for Industry 1997,

Environment Conservation Act

(Amendment), 2000, Environmental

Court Act 2000, Environment

Conservation Act (Amendment)

2002, Environment Conservation

Rules (Amendment), 2002 and

Environment Court Act

comprehensive legislation which gives

the DoE a clear mandate as to the

duties and responsibilities specified in

the Act. The overall mandate of DoE

is conservation of the environment

and enhancing its quality through

prevention and mitigation of

pollution. The specific directions of

the mandate may be summarized as:

a) Coordinating with the activities of

other authorities or agencies that

have a bearing on the fulfillment

of the overall mandate of the DoE.

action to prevent degradation of

Assessment (EIA) guidelines and

issuing environmental clearance to

different agencies and general

public who intend to set up an

industry or undertake any

development projects;

b) Providing advice or taking direct

c) Defining Environmental Impact

the environment;

The ECA of 1995 is a

(Amendment), 2002.

Mandate of DoE

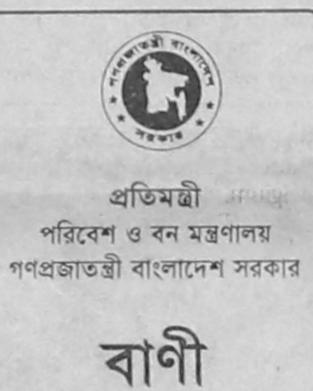
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত

মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে বিশ্বের মানব জীবনসহ সকল প্রকার জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। সুস্থ পরিবেশে বাঁচার জন্য বিশ্ববাসীকে পরিবেশ সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশ-অনুকূল উনুয়ন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাত নিষিদ্ধকরণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগকে তাই দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। সরকার পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকলে স্বাক্ষরদান করেছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন কাজও অব্যাহত রয়েছে। দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রতিপাদ্য "Give Earth a Chance" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী





প্রতিবছর ৫ জুন বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মস্চির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হওয়ায় দিনটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য 'Give Earth a Chance' অর্থাৎ 'ধরিত্রীকে বাঁচতে দাও' নির্ধারণ করেছে যখন আমাদের এই ধরিত্রী পরিবেশ ও পরিবেশ সমস্যায় আক্রান্ত তখন এই প্রতিপাদ্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে আজ একই সমান্তরালে ভাববার সুযোগ করে দিয়েছে

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবশে সংরক্ষণ ও দৃষণ রোধে সংকল্পবদ্ধ। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর ঐকমত্য সৃষ্টি ব্যতীত পরিবেশ বিপর্যয় রোধ সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি আপামর জনসাধারণের ব্যাপক

অংশগ্রহণে টেকসই উনুয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

जाककल देमलाय होधुदी

Achievements and the Vision of the Department of Environment

Md. Hedayetul Islam Chowdhury

Director General

Department of Environment

d) Setting environmental quality standards (EQS) for particular uses of water and for discharges to water bodies. e) Inspecting/observing/examining any site, plant, equipment,

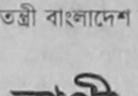
machinery, production or other processes, materials or substance for the purposes of improving environment, pollution control and mitigation and give necessary directive to appropriate authorities or persons to meet such purposes; Declaring Environmentally critical Areas (ECA) where the eco-system has degraded to a

g) Acting as the technical arm of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) and advising it on various controls and development measures; and

h) Implement quite a number of international protocols/ conventions eg. the 1971 Ramsar Convention on Wetlands, the 1972 Convention on the protection of world cultural Heritage, the Basel Convention of Hazardous Waste and the 1992 Rio Convention on Biological Diversity to which Bangladesh is a signatory.

Achievements of DoE The Department of Environment





বিশ্বব্যাপী জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এ বছর বিশু পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "ধরিত্রীকে বাঁচতে দাও" নির্ধারণ করেছে। আমাদের এ ধরিত্রী যখন পরিবেশ ও প্রতিবেশ সমস্যায় জর্জরিত তখন এই প্রতিপাদ্য সমগ্র বিশ্ববাসীকে একই সমান্তরালে ভাববার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশ্ব্যাপী জলবায় পরিবর্তন, ওজোনস্তর ক্ষয়, গ্রীণ হাউজ প্রভাব, জীব-বৈচিত্র ধ্বংস, বায়ুদূষণ, মরুময়তা ইত্যাদি এখন প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিশ্ব পরিবেশ সমস্যার সঙ্গে একীভত।

মানুষের অপরিনামদশী কর্মকান্ড পৃথিবীকে ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে, বিপনু করছে নিজেদের অস্তিত্ব ও ভবিষাৎ। বিশ্বজুড়ে পরিবেশের ক্রমাবনতি এখন মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক বিরাট চ্যালেগু। আর তা থেকে উত্তোরণের

জন্য প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ। দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক ক্ষতিকর পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বেসরকারি সাহায্য সংস্থা, সকল প্রিন্টেড ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সাংবাদিক, শিক্ষক-ছাত্রসহ সর্বস্তরের জনগণ যেভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে তা ইতোপূর্বে আর কোন সরকারি কর্মসূচিতে পরিলক্ষিত

হয়নি। আমি এ জন্য কতজ্ঞ এবং সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক তভেচ্ছা। এছাড়াও যানবাহন নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোজন বাধ্যতামূলক করা, পাহাড় কাটা রোধ, অবৈধ ইউভাটা বন্ধ, ট্যানারি শিল্পকে ঢাকা মহানগরীর বাইরে স্থানান্তরের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী কর্মসূচির ন্যায় পরিবেশ বিষয়ক সকল কর্মসূচিতে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও সরকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামেও পরিবেশ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। পূর্বে বাংলাদেশী জনগণকে অসচেতন ও অশিক্ষিত বলে মনে করা হতো। কিন্তু এবার পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী আন্দোলনে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্কৃত অংশগ্রহণ

ও পলিথিন শপিং ব্যাগ বর্জনের মাধ্যমে জনগণ পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতার উজ্জুল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণের এই দৃষ্টান্ত আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও অনুকরণীয়। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে পরিবেশ বিষয়ক যে কোন কর্মসূচিতে वाः लाप्नारमंत्र अर्वस्वतंत्र जनगग भनिथिन विद्याधी जात्मानातत्र नाग्र अपर्थन ख সহযোগিতা প্রদান করে তা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। মানবজাতির অভিনু সমস্যার দিকে তাকিয়ে দলমত নির্বিশেষে একাত্ম হয়ে পরিবশে রক্ষায় কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও তা স্বার্থক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পরিবেশ বিপর্যয়

রোধ করা সম্ভব। আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শাজাহান সিরাজ



Secretary General United Nations

MESSAGE

The theme of this year's World Environment Day, Give Earth a Chance, is meant to convey a message of urgency-about the state of the earth and the broader quest for sustainable development.

Sustainable development rests on three pillars: economic growth, social progress and protection of our environment and natural resources. When the idea first burst onto the scene in 1987 with the publication of Our Common Future, it was meant to go beyond the ecosystem approaches of the past, which put environmental issues on the political map but did not take fully into account these other key concerns.

In 1992, at Rio de Janeiro, the international community achieved a conceptual breakthrough. No longer, it was hoped, would environmental issues be regarded as a luxury or afterthought. Rather, they would become a central part of the policy-making process, integrated with economic and social development. Developing countries would be helped to pursue a more environmentally sound path to modernization than that followed by the developed countries. The big picture -- a positive vision of long-term growth, equity, justice and environmental protection -- seemed firmly in

Despite this advance, and despite considerable efforts and significant achievements since the "Earth Summit", the latest readings reveal a planet still in need of intensive care. Poverty, pollution and population growth; rural poverty and rapid urbanization; wasteful consumption habits and growing demands for water, land and energy continue to place intense pressures on the planet's life support systems, threatening our ability to achieve sustainable development.

There is little chance of protecting the environment without a greater sense of mutual responsibility, especially in an age of interdependence, and especially since the environmental "footprint" left by some societies is so much larger than that left by others. I hope that all states and all stakeholders will come together at the World Summit on Sustainable Development in South Africa later this year, and that the breakthrough this time, ten years along the path from Rio, will be real and tangible.

Kofi A. Annan

has been systematically performing (i) regular activities; (ii) special activities (iii) activities related to development projects; (iv) Provide support and assistance to regional and international initiatives; and (v) advisory activities. The major accomplishment of DoE so far had been and are presently associated

· Compiling a number of reports based on analysis of samples of water/waste water from various

· Survey of vehicles;

· Undertaking industrial survey through identifying major polluting industries and measures to deal with them;

· Issuing environmental clearance to industries; ensure formulation and implementation of plan for environmentally safe management of chemicals and hazardous wastes:

· Producing a number of documentary films, telops, informative brochures, educative materials, posters etc. · Publishing a large number of

books, reports, training manuals and water quality databank and water Quality; Imposing ban on import of wastes,

and reconditioned vehicles of more than five years old; · Compiling reports on the

Bangladesh state of the Environment 2001, environmental education curricula and environmental health.

 Promulgating a set of Environment Conservation Rules (ECR), 1997. ECR (Amendment) 2000 and 2002; · Formulating an Action Plan for

Phasing out Ozone Depleting Substances and its implementation; · Compiling inventory of Green House Gases, making vulnerability assessment and identifying

mitigation measures; · Ensuring integrated water resources management;

· Adopting the programme to combat air pollution in Dhaka city to restrict the number of vehicles with two stroke engines;

 Converting public sector vehicles into CNG operated ones;

· Controlling the traffic congestion and poisonous black emission from transports through conducting mobile court with assistance of the magistrates and law enforcing · Undertaking steps towards

converting vehicles using petrol and disel to CNG operating ones: · Implementing ban on import of two stroke engine three wheelers and their chassis; prepare environmental Impact Assessment Guidelines for industries;

· Formulating Environmental Guidelines for four major types of industries and EIA Guidelines for FCD/I projects:

· Implementing ban on the use of polyethylene bags throughout the Environment country, Conservation Rules (ECR), 2002 towards inserting catalic converter (CC) and dissel particulate (DPF); · Filling cases to try the law violators as per ECA and ECR;

 Issuing Pollution Under Control (PUC) certificates to vehicles;

 Establishing continuous monitoring stations to check and control the air pollution through the World Bank sponsored Air Quality Monitoring Project (AQMP);

· Strengthening DoE in respect of manpower and enhancing the activities and its in house capabilities through the Bangladesh Environment Management Project (BEMP) funded by the CIDA. The Vision of DoE

DoE is the technical arm of the Ministry of Environment and Forest. It strives to ensure the sustainable use of land, the country's biodiveristy and other national resources through strategic environmental management, ecosystem protection and pollution prevention with the help of other GoB agencies. The DoE will lead and catalyze the work of other government working on environment and will try to achieve a wide range of public understanding and support for its

mission. DoE is committed to fairness and transparency and encourages the active participation of its stakeholders in the public and private sectors and the civil society. The personnel of DoE are motivated and ready to perform to the highest standard using a team approach to efficiently, effectively and accountably carry out its mission in an appropriate manner.

The DoE has the vision of implementing programmes on creating a clean and healthy environment in the country ensuring a better environment and safer abode for present and future generations, undertaking research and development activities towards environmentally sound and sustainable development (ESSD), functionalizing the activities of the Environment court for taking effective measures against polluters. organization of development and enhancement of the manpower of DoE, creation of skilled manpower through undertaking training programmes on various topics related to environment, public awareness through publicity in the mass-media.



প্রধানমন্ত্রা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অন্য বছরের তুলনায় বাংলাদেশে এবার আরো বেশি গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারকার প্রতিপাদ্য 'ধরিত্রীকে বাঁচতে দাও' নির্বাচন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এক শ্রেণীর মানুষের অসচেতনতা ও দায়িত্হীনতার কারণে পরিবেশের যে বিপর্যয় ঘটছে তা' একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেগু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সারা বিশ্বের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত, সংবেদনশীল ও দুরদর্শী এমন একটি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা দরকার যা মানুষের সম্পদ আহরণ ও ভোগের ক্ষেত্রে সুনীতি প্রতিষ্ঠা করে টেকসই উনুয়ন নিশ্চিত করবে। পৃথিবীর বুকে জীবের সুস্থতা, সকল কিছুর স্বাভাবিক বিকাশ তথা প্রাণস্পদ্দন অক্ষুনু রাখা ও পরিবেশ সমুনুত রাখার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাতে বাংলাদেশও সক্রিয় অংশীদার।

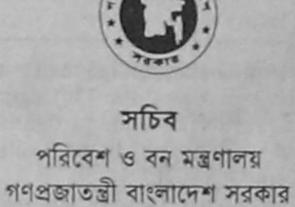
বর্তমান সরকার পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলা এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিকে যুগপংভাবে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার দিয়েছে। পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। বায়ু, পানি, মাটি ও শব্দ দ্যণ রোধ, পাহাড় কাটা ও জলাশয় ভরাট রোধ, ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৃষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় সকল প্রচেষ্টাকে সফল করার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে আমাদের স্বাইকে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া





বিশ্বরাপী প্রতি বছর ৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সনে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানব-পরিবেশ সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

এবছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "ধরিত্রীকে বাঁচতে দাও"। আমাদের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের কারণে এ ধরিত্রী ক্রমাগতভাবে হারিয়ে ফেলছে পরিবেশগত ভারসাম্য। পৃথিবী নামের এই ক্ষুদ্র গ্রহে মানব সৃষ্ট পরিবেশ দৃষণের ফলে মানবজাতিসহ সকল প্রকার জীবনের অস্তিত্তই হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০০২-এ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী (ইউনেপ) কর্তৃক গৃহীত প্রতিপাদ্য মানবজাতির অন্তিত্ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে টেকসই উনুয়নকে নিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশগত সমস্যা মোকাবেলার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকল বাংলাদেশ স্বাক্ষর দান করেছে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং Agenda-21 ও NEMAP এর প্রেক্ষাপটে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় বিধি, উপবিধি এবং জাতীয় পরিবেশগত মানমাত্রা প্রণয়নসহ কতিপয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। গৃহীত এসকল কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্পূর্ণ অবদান রাখবে বলে

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্যাপন কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সাবিহউদ্দিন আহমেদ formulation of projects and undertaking programmes in the light

Conservation Strategy (NCS). Conclusions and Recommen-

The degradation of the natural and non-government agencies human and economic development environment under the farsightedness part of the development process. This happened due to a lack of appropriate sector policies, awareness, and integration of environment and development into conventional development strategies. In the conventional paradigm to attain economic growth the concept of " grow first and clean later" was the underlying principle. In the last decade, particularly after the Rio Summit in 1992, it has been realized hearted support from the people of all worldwide that sustainable walks of life. development cannot be achieved without environmental conservation. The government of Bangladesh has now realized the need for concern fulfill its mandate properly. Its regarding environmental issues, and started incorporating environment into policies dealing with various sectors that aim for a sustainable

> management and development. National Environment Policy of Acts and Rules on environmental needs of the present day in ensuring Adequate international assistance.

proper action on conservation and protection of national environment. of Agenda 21, NEMAP and National Bangladesh also owns the credit of establishing separate Environment Courts which is a unique instance.

Bangladesh has by now achieved notable achievements resource base and environment in through certain concerted steps in Bangladesh started with various conserving and protecting our fragile activities, before adequate mitigation and dynamic leadership of our measure were considered an integral Honorable Prime Minister. We, as well as the nation, are indebted to the Prime Minister for her vision.

All these efforts would have gone in vain without the initiatives taken by the Honorable Minister of the Ministry of Environment and Forest, Government of Bangladesh, Mr. Shahjahan Siraj. Under his able guidance and close monitoring the nation is implementing the long due demands of the citizens with whole

The Department of Environment with its severe staffing and financial constraints is finding it difficult to expectations encompass nearly every thing and anything related to environmental management and conservation in the country. DoE must approach towards environmental concentrate and consolidate its efforts on priority issues and core functional It is encouraging that the areas contained within its broader mandate. Policy integration, Bangladesh was adopted in 1992 institutional capacity building. when many of our neighboring developing options for mitigating countries could not formulate such a environmental degradation, and policy. Apart from this, the enacted action programmes all require strong national endeavatour through political issues seem adequate to meet the commitment and mass participation.

